ঝিনাইদহে মদনমোহন মন্দির এ হোলি উৎসব উদযাপন

হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দোল পূর্ণিমা পালিত হচ্ছে আজ । বাংলাদেশে এই উৎসবটি ‘দোলযাত্রা’ নামেও পরিচিত। দোলযাত্রা হিন্দু বৈষ্ণবদের উৎসব। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী এ দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা এবং তার সখীদের সঙ্গে আবির খেলেছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি। এ কারণে দোলযাত্রার দিন এ মতের বিশ্বাসীরা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আবিরে রাঙিয়ে দোলায় চড়িয়ে নগর কীর্তনে বের হন। এ সময় পরস্পর তারা রং খেলে আনন্দে মেতে ওঠেন।

বিশ্বের অনেক অনেক স্থানে উৎসবটি শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা নামে অধিক পরিচিত হলেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা সহ আরও কয়েকটি স্থানে দোল উৎসব এবং উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে ‘হোলি’ নামে পরিচিত। এছাড়াও নেপালে এই উৎসব ‘হোলি’ নামে পরিচিত।

কোনও কোনও স্থানে এ উৎসবকে বসন্ত উৎসবও বলা হয়। দ্বাপর যুগ (হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী চার যুগের তৃতীয় যুগ) থেকে পুষ্পরেণু ছিটিয়ে রাধা-কৃষ্ণ দোল উৎসব করতেন। সময়ের বিবর্তনে পুষ্পরেণুর জায়গায় এসেছে ‘আবির’।

সারাদেশে সকাল থেকে শুরু হয়ে বিকেল পর্যন্ত এ উৎসব চলবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরকে রংয়ের আবির মাখিয়ে এ উৎসব উদযাপন করবেন।

দোলযাত্রা উপলক্ষে ঝিনাইদহ মদনমহন মন্দিরে পূজা, হোমযজ্ঞ ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করেছে।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের হরতাল

বিরোধী মিছিল

বাংলাদেশ হেফাজত ইসলামের রবিবার দিন ব্যাপী ডাকা হরতালের কোন প্রভাব পড়েনি ঝিনাইদহে।
সকালে রাস্তায় যান চলাচলা স্বাভাবিক ছিল তাছাড়া অন্যান্য দিনের মতই শহরের দোকান-পাট ছিল খোলা।

এদিকে সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এসময় অংশগ্রহণকারীরা হরতাল বিরোধী ও হেফাজতের নাশকতা মূলক কর্মকান্ড বিরোধী নানা শ্লোগান দিতে থাকে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয়।

শৈলকুপায় কলেজ ছাত্র কে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় রোকন উদ্দিন নামের এক কলেজছাত্র কে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।
জমি নিয়ে বিরোধে আপন চাচাতো ভাই শিলু মোল্লার ছুরিকাঘাতে নিজ বাড়িতে সে খুন হয়েছে বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে। রোকন উদ্দিনকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে। শৈলকুপার শেখপাড়া গ্রামে রবিবার সকাল ১০টার দিকে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে।

রোকন উদ্দিন মোল্যা(২৫) কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র, এইচএসসি পাসের পর সে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরিক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রোকন উদ্দিন শেখপাড়া গ্রামের আব্দুর রশিদ মোল্যার ছেলে ।
নিহত রোকন উদ্দিনের চাচা ওহিদুল ইসলাম বলেন, রবিবার সকালে রোকন

বাড়ির পাশের নিজ জমিতে কাজ করছিল। সকাল ১০টার দিকে রোকনের চাচা বাদশা মোল্যার ছেলে শিলু মোল্য সহ তুর্কী মোল্যা, করিম মোল্যা ও আরো বেশ কয়েকজন রোকনের উপর হামলা করে। এ সময় শিলু মোল্যার ছুরিকাঘাতে রোকন খুন হয়, তাকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।
দীর্ঘদিনের পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হত্যা করে বলে নিহত রোকনের মা হাজেরা খাতুন জানান। তার দুই মেয়ে ও এক ছেলেই ছিল। শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন জমি নিয়ে বিরোধে তার উপর হামলার ঘটনা ঘটে এবং ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পতাকা উত্তোলন

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্তৃক সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়।
পতাকা উত্তোলন করেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন ও ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ।
এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহঃ সভাপতি, জহর মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নাজমুল হক তুরফি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, গাজী আবদুল হালিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেসুর রহমান শিলু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, আকবর হোসেন, দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক, ওমর ফারুক।
সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আমির হোসেন। সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক শেখ রুহুল আমিন, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ আলী, জাহাঙ্গীর আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা

দিয়েছিল একটি ভূখণ্ড, যার নাম বাংলাদেশ। সবুজ জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এই দেশটির স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এ দিনটি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর বছরও। এবার তাই উদযাপনেও যোগ হয়েছে ভিন্ন মাত্রা। এর সাথে আর একটি নতুন পালক যোগ হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ।
মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা যোগ্যতা নির্ধারণের তিনটি সূচকের ২০১৮ ও ২০২১ সালের মূল্যায়নে মান অর্জন করায় এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ পায় বাংলাদেশ। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) সম্প্রতি এ সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের সুপারিশ করার এই ঘটনাকে বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রভাবশালী মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল আছে।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের যে তুলনা দেওয়া হয়েছে, তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এই দেশগুলোও রপ্তানিভিত্তিক উন্নয়নের পথে হেঁটে আজ এত দূর গিয়েছে। আধুনিক ইতিহাসে দেখা গেছে, রপ্তানিমুখী উন্নয়নের বদৌলতে অতি নিম্ন আয়ের দেশও মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হতে পারে। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সফল অর্থনীতি হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে।
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে “তলাবিহীন ঝুড়ির” দেশ আখ্যা দেয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ প্রাপ্তি নিয়েই এবার জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন, “বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে। এই মহান উৎসব উদযাপনের লক্ষ্যে, আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত এবং একটি মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই যাতে কেউ আমাদেরকে দরিদ্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে উল্লেখ করে অবহেলা করতে না পারে।”

ঝিনাইদহ এফএন এর উদ্যেগে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রেরণা একাত্তর ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধা ভাষ্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এনজিও ফেডারেশন ইন বাংলাদেশ “এফএনবি” ঝিনাইদহ জেলার পক্ষ থেকে আশা, ব্র্যাক, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, ব্যুরো বাংলাদেশসহ অন্যান্য এনজিও’র ঝিনাইদহ জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে ২০ বিঘা জমির পানবরজ আগুনে পুড়ে ছাই

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে ২৫জন কৃষকের ২০ বিঘা জমির পানবরজ পুড়ে ছাই হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।
ওই গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক মিঠু মিয়া জানান, দুপুরে দারিয়াপুর গ্রামের সাহেব আলী নামের এক কৃষক তার গমের জমির আগাছা পুড়ানোর জন্য আগুন দেয়। সেই আগুনে তার পানবরজে লাগে। সেখান থেকে তা মূহুর্তে আশপাশের বরজে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে হরিণাকুন্ডু ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ততক্ষনে পুড়ে যায় ওই গ্রামের রাজু মিয়া, ইবাদত হোসেন, রুস্তম আলী, ইশারত আলী, নুর হক, মঞ্জের আলী, বিশারত আলী, নিজাম উদ্দিন, লতিফ হোসেন, সৌরভ আলী, মকছেদ আলীসহ ২৫ জন কৃষকের প্রায় ২০ বিঘা জমির পান বরজ। এতে তাদের প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা।
হরিণাকুন্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান বলেন, অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ২৫ জন কৃষকের প্রায় ২০লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ধারনা করা যাচ্ছে। কৃষি অফিস থেকে সরাসরি সাহায্য করার কোন প্রকল্প নেই। তবে আমরা ভবিষ্যতে প্রণোদনা বা প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এসব কৃষকদের সহযোগিতা করব।

হরিণাকুন্ডুর কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরাফতদৌলা ঝন্টু বলেন, এলাকার অনেক চাষী জমি লীজ নিয়ে পানের জমি আবাদ করেছিল। আগুনে তাদের সম্বলটুকু শেষ হয়ে গেল। এ অবস্থায় উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ এসব কৃষকদের সহযোগিতা করার আহ্বান করছি।
উল্লেখ্য, এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি হরিনাকুন্ডুর মান্দারতলা গ্রামের ৩০ বিঘা ও ৪ মার্চ একই উপজেলার মকিমপুর গ্রামের ১০ বিঘা জমির পানবরজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

উত্তর নারায়ণ পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর নারায়ণ পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৬ শে মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।
উত্তর নারায়ণ পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মোঃ আবু দাউদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং উত্তর নারায়ণ পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উত্তর নারায়ণ পুর মডেল দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উত্তর নারায়ণ পুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শরিফুল ইসলাম। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শরিফুল ইসলামের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ ও প্রাধান শিক্ষক মোঃ আবু দাউদ বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ সোহেল রানা সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

ঝিনাইদহে সুনামগঞ্জের শাল্লায় হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার নোয়াগাও সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়ীঘরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদ ও দোষিদের শাস্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্ট্রান ঐক্য পরিষদ, পূজা উদযাপন পরিষদসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন।
এতে ব্যাপার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। এসময় বক্তারা, উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্টির হামলার প্রতিবাদ ও দোষিদের শাস্তির দাবী জানান।

কোটচাঁদপুরে নব-নিযুক্ত জেলা প্রশাসকের মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের নব-নিযুক্ত জেলা প্রশাসকের সাথে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নব-নিযুক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ. লীগ সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান

সেলিম।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি তদন্ত) ইমরান আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গাইনী কনসালটেন্ট ডা. আয়েশা আক্তার, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান, সাংবাদিকসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলার প্রতিবাদে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার নোয়াগাও গ্রামে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর বর্বরোচিত হামলা-ভাংচুর ও লুটপাটে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদ ও হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ এবং ছাত্র যুব পরিষদের আয়োজনে পৌর শহরের স্থানীয় পায়রা চত্বরে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি নিমাই চন্দ্র দে’র সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ. লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ৪নং পৌর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুব্রত চক্রবর্তী, উপজেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবিন্দ্রনাথ রায়, পৌর পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি মহাদেব ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক দীপক সিংহ, উপজেলা যুবলীগ নেতা মঈনুদ্দিন শেখ হেকিম প্রমুখ। এছাড়াও নানা শ্রেণী-পেশার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।